দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইংরেজী শিক্ষার সমস্যা

দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আই, এ, পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী বাধ্যতামূলক থাকলেও ছাত্ররা বর্ণমালার জ্ঞান না নিয়েই বিদ্যা লাভ ত্যাগ করে থাকে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে অতঃপর ছাত্ররা ভর্তি হয়ে মুখস্থ ও নকল করে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রমোশন পেতে থাকে।

৯ম শ্রেণীতে তারা ইংরেজী বোর্ডের বই পড়তে শুরু করলেও কেবল মুখস্থ, টিউটর ও নকলের সাহায্যে দশম শ্রেণীতে প্রমোশন লাভ করে। যারা ১০ শ্রেণীতে প্রমোশন পায় তাদের ৮০ ভাগও শুদ্ধ করে তাদের নাম-ধাম ও ঠিকানা লিখতে ও পড়তে পারে না।

অতঃপর দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষায় তাদের অধিকাংশই ইংরেজীতে ফেল করলেও তাদের এসএসসি-পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় টাকার জোরে ও টিউটর সহায়তায়। এ কারণেই দেখা যাচ্ছে যে, ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজীতে ফেল করছে। আর যারা কোনমতে ইংরেজীতে এসএসসি পাস করে থাকে তারাও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এদের কারো কারো পদ-পরিচয়েরও জ্ঞান থাকে না।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী দু'টিতে ইংরেজী সঠিকভাবে জ্ঞান দানের ব্যবস্থা থাকলে তারা বিএতে ইংরেজী গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করত না। উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে বাংলা মাধ্যম শিক্ষা চালু হবার পরও কোন ছাত্ররা ইংরেজীতে ফেল করতো না। এর কারণ হচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচুস্তরে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন এলাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত এমই ও এমই মাদ্রাসা বিদ্যমান ছিল।

ওগুলোতে বিশেষ এক সিলেবাস-এর মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। ফলে, ছাত্ররা এমই ও এমই মাদ্রাসা পাস করে কৃতিত্বের সাথে উচু স্তরের পরীক্ষাগুলো পাস করতে পারতো।

সে আমলে ঐসব স্কুলে ইংরেজী ব্যাকরণ, পার্জিং এনালাইসিজ, নেরেশান, ভয়েস চেঞ্জ, এসে ও লেটার রাইটিং বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু আর আজ, পার্জিং ও এনালাইসিজ কাকে বলা হয়, এমএ ও বিএ পাস ছাত্র-ছাত্রীরা বলতে পারে না।

তা হলে আমাদের প্রশ্ন, উক্ত দু'টি বিষয় না জেনে ছাত্র-ছাত্রীরা এ যুগে কিভাবে বিশুদ্ধ ইংরেজী শিখতে পারবে বা ইংরেজী বাক্য কি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ তা কিভাবে বুঝতে পারবে?

ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। বিশ্বের উন্নত সব দেশেই এ ভাষার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই-পুস্তক উক্ত ভাষাতেই রচিত হচ্ছে।

তাই, দেখা যায় ঐ ভাষায় দক্ষতার অভাবে আমাদের দেশে উচ্চ ডিগ্রীধারীরা বিদেশে গিয়ে চাকরি পাচ্ছে না, ইংরেজীতে দক্ষতার অভাবে। অথচ, তাদের আমাদের কলেজ ও ভার্সিটির বড় বড় ডিগ্রী রয়েছে। এখন আমাদের প্রশ্ন, এসব বড় বড় ডিগ্রীর মূল্য কি— যদি বিদেশে গিয়ে সাধারণ চাকরি সংগ্রহ করতে না পারে?

কাজেই, নীচু স্তর থেকে ইংরেজী যাতে সঠিক ও মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্র তৈরী হতে পারে। তার ব্যবস্থা করতে পারলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী চালু রাখার উদ্দেশ্য সফল হবে— সন্দেহ নেই।

—এম, এ, বশীর

05 (৩৮)